তৃতীয় মাত্রা

পর্ব- ৬৫৫৩

উপস্থাপনা- জিল্লুর রহমান

আলোচক- আজকের অতিথি বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র সদস্য সচিব স্থপতি ইকবাল হাবিব এবং পদ্মা বহুমূখী সেতু প্রকল্পের চায়না মেজর ব্রীজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোঃ লিঃ-এর নিরাপত্তা উপদেষ্টা মোঃ রাশেদুল ইসলাম।

তারিখ- ১১-০৭-২০২১

জিল্লুর রহমানঃ সত্যিই যেন মৃত্যু উপত্যকা হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ| করোনার অতিমারি, কারখানায় আগুন, দোকানে বিস্ফোরণ, সড়কে দুর্ঘটনায় ক্রমশই মৃত্যুর মিছিল দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে| এসব মৃত্যু আর শোকের দায় বহনের দায়িত্ব যেন শুধুই স্বজনদের| যাদের অবহেলায় গাফিলতিতে এই পরিস্থিতি তৈরি হলো তারা নানাভাবে তাই দায় মুক্তি পাবেন এটি বাস্তবতা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে| আমরা জানি গতকাল বৃহস্পতিবার নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের একটি জুস তৈরীর কারখানায় ভয়াবহ দীর্ঘস্থায়ী অগ্নিকাণ্ডে পর্যন্ত ৫২ জন পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছেন, আহত অনেকেই| মৃতদের অনেকেই শিশু, কিশোরী| এই অবহেলাজনিত মৃত্যুর দায় স্বাভাবিকভাবে যাদের উপর তারা কি বিচারের মুখোমুখি হবেন? যদিও তারা গ্রেপ্তার হয়েছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাস্তি কি পাবেন? ক্ষতিপূরণ পাবেন মৃতদেহ কিংবা আহতদের পরিবার| অতীতের অভিজ্ঞতা বলে এর অনেকটাই হবে না| কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তোবা কোনটাই হবেনা| দর্শক মন্ডলী তৃতীয় মাত্রায় আজকে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে ঢাকা থেকে যুক্ত হচ্ছেন স্থপতি ইকবাল হাবিব তিনি বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের মেম্বার সেক্রেটারি সদস্য সচিব এবং আমাদের সঙ্গে রাজশাহী থেকে যুক্ত হচ্ছেন চায়না মেজর ব্রীজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোঃ লিঃ-এর পদ্মা মাল্টিপারপাস ব্রিজ প্রজেক্টের সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার এবং প্রিভেন্ট সেফটি সলিউশন এর সিইও মোঃ রাশেদুল ইসলাম। স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায়| মি. ইকবাল হাবিব এই একটা আশ্চর্য দেশ এখানে আগুন লাগার পর জানতে পারি আমরা যে সেখানে দাহ্য পদার্থ ছিল, অগ্নি নিব্াপক ব্যবস্থা ছিল না, বেরুবার পর্যাপ্ত পথ নেই। সড়ক দুর্ঘটনার পর আমরা জানতে পারি যে গাড়িটির ফিটনেস ছিল না, লঞ্চ ডুবির পর আমরা জানি যে লঞ্চটির চলাচলের অনুমোদন ছিল না| মি. ইকবাল হাবিব..

ইকবাল হাবিবঃ আমি মৃত বিদেহী আত্মার প্রতি আমার সমবেদনা এবং মাগফেরাত কামনা করছি অভিভাবকদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং এটা করা ছাড়া বোধহয় আমাদের সাধারণ মানুষের অথবা পেশাজীবী যারা কিছু করার নেই| এজন্য বলছি যে কয়েকদিন আগে আমাদের মগবাজারের ঘটনার পরে আমরা ধারণা করেছিলাম যে আমাদের চেতনায় সমৃদ্ধ হবে এবংআমরা আর কিছু না হোক এক ধরনের প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাপনা পাবো| কিন্তু পুরো ঘটনায় ৪৮ ঘন্টা পরে সিঁড়ির তলা থেকে লাশ বের হয় তখন বুঝতে পারি আসলে আমাদের কাছে জীবনের মূল্যই বোধহয় এরকম| আপনি শুরুতেই যে কথা বলেছেন সেটা ধরেই বলছি একটা ভবন এবং যেনতেন ভবন না এই সেজান গ্রুপ একটা বিশাল ফ্যাক্টরি , আমি ইনটারমস অফ ইনভেস্টমেন্ট বলি অথবা ওদের বণিক সম্প্রদায় সদস্য হিসেবে তারা অনেক পাওয়ারফুল একটা বণিক সম্প্রদায়। তাদের ফ্যাক্টরি সেই ফ্যাক্টরি কমপারেন্স হবে না, সেই ফ্যাক্টরিতে যথাপোযুক্ত পরিমাণ সিঁড়ি থাকবে না, সেই ফ্যাক্টরির গুদামঘর অর্থাৎ পুরো ভবন টা ফায়ার সার্ভিস সিকিউরিটি ব্রিগেডিয়ার সাজ্জাদ সাহেবের রেফারেন্সে বলছি যে বাইরে যে বড় করে লেখা গুদামঘর কেউ জানলো না কি করে এটা পাঁচ বছর ধরে এটা ফ্যাক্টরি হয়ে গেল| কেউ জানলো না যে আমাদের পরিদর্শনের শিল্প মন্ত্রণালয়ের শিল্প পরিদর্শন অধিদপ্তর থাকা সত্বেও ওখানে কি করে ৪০ শতাংশ ১৫ বছরের নিচে কিশোর-কিশোরীরা কাজ করে| কেউ জানলো না কিভাবে প্রত্যেকটা ফ্লোরে

কম্পার্টমেন্ট্রলাইজ করে স্টিলের ফ্রেম দিয়ে লোহার জালি দিয়ে মানুষকে খাঁচায় বন্দী করে কাজ করানো হতো| কেউ জানলো না কি করে দাহ্য পদার্থের গুদাম হঠাৎ করে কারখানায় পরিণত হল| কেউ জানলোনা কী করে এই রকম পরিস্থিতিতে হোল্ডিং ট্যাক্স নেয় নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা অথবা বিশাল ইন্সটক্টর রুব এবং একই সাথে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যার অনুমোদন ব্যতীত কে এরকম একতা শিল্প ভবন তৈরি করা বা তার পরিচালনা করা যায় না। কেউ জানলো না এবং কারো যেন জানার দায় নেই এবং এই যে দায় নেই সেইজন্য ইনডেমনিফিকেশন শিখেছে ১৯৭৫সালের পর। সেটা যেন সর্বতবিরাজমান এবং আজকের এই ঘটনার পূনরাবৃত্তির একমাত্র কারণ প্রথমত ইনডেমনিফিকেশন ইনডেমনিফিকেশন ইনডেমনিফিকেশন| আমরা প্রত্যেকটা ব্যাপারে দায়মোচনের এত সুন্দর সংস্কৃতি বানিয়েছে যে গত কালই আমি একটি টকশোতে আমাদের শিল্পসচিবকে বলতে শুনেছিলাম যে আমাদের লোকবল এর বড়ই অভাব আমাদের সরকারের এবং মাঝে মাঝে প্রধানমন্ত্রীর নাম নেয় তাদের ওইটা প্রটেকশন, প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে অবশ্য অনেক গাইড করেছেন আমরা চেষ্টা করছি আমরা আরো ৫০ জন ইন্সপেক্টর নিয়েছি| পুরো ব্যাপারটা মনে হয় ৫০ বছর স্বাধীনতার পরেও আমরা শুরু করেছি, করছি, করব, চেষ্টা চলছে মাত্র, যেন ভূমিষ্ঠ সন্তান| এই যে দায়িত্বহীন আচরণ এগুলার জবাবদিহিতা নাই, কোন বিচার এতদিন পর্যন্ত অবহেলাজনিত যতগুলো হত্যাকাণ্ড হলো তারা কোন বিচার হলো না| আমি শুধু এই পর্যায়ে জিল্লুর ভাই আপনাকে কিছু মনে করিয়ে দিতে চাই এমন একটা দেশে দাঁড়িয়ে কথা বলছি যেই দেশের রানা প্লাজার ঘটনার পর মাত্র সাড়ে চার বছরে শুধুমাত্র বায়ারদের বিদেশি ভোক্তা বিদেশি আইএলও সংস্থার চাপে আমরা পুরোটা সেক্টর পুরো টেক্সটাইল ওভেন মিড সেক্টর আমরা পুরো পরিশীলিত করে কমপ্লাইন্স ফ্যাক্টরি এখন স্বর্ন শিখরে| আমাদের কমপ্লাইন্স ফ্যাক্টরির পরিমাণ এত বেশি বিশেষ করে ব্রিনডপভিজ কমপ্লাইন্স যে সারা পৃথিবী আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে| সেই একই দেশে একই প্রসপেক্টিভে ব্যাকগ্রাউন্ডে আজকে আমার শ্রমিকরা তাদের লাশের রক্ত দিয়ে জুস খেতে হবে এই যদি হয় পরিণতি এই পরিণতির দায়মোচনের সময় হয়েছে| ইনডেমনিফিকেশনের যে ল আমরা রধ করতে পেরেছিলাম এই ইনডেমনিফিকেশনের রধ করার সময় এখনই| এটাকে যদি স্টাবলিশ করা না যায় তাহলে আসলে আমরা এই চক্র থেকে পরিত্রান পাব না| আজও এইযে দারোয়ানের লাশ ৪৮ ঘন্টা পরে কেন বের হলো এটার জন্য একটা প্রশ্ন তো কেউ করেনি| আর এই যে আমরা হঠাৎ করে ওকে গ্রেফতার করতে দেখলাম এটা যে লোক দেখানো এটা বলাই বাহুল্য| কারন অতীতে ও ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা দিয়ে গরিবদের মুখ বন্ধ করা যায় এটা কোন হীরক রাজার নাটক অথবা সেটারের কোন আর্ট ফিল্ম না এটাই বাস্তবতা এটাই সত্য| এই সত্যের বিরুদ্ধে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ভোক্তারা আমরা জনগণ ঐরকম চাপ সৃষ্টি করে কম্পাইলস নিশ্চিত করতে না পারব আমাদের এই ছিঁড়ে পড়ে যায় আমাদের আগুন লাগলে বহুতল কমার্শিয়াল উঁচুতালা ভবনের মানুষ পালানোর পথ খুঁজে পাবে না এবং রাষ্ট্রের সকল আইন সুদৃঢ়ভাবে পরিদর্শনের মাধ্যমে এগুলোর পরিসীলতা করার দায়িত্ব দিয়ে রেখেছে অত্যন্ত ছয়-সাতটা সংস্থাকে এটি গ্রহণযোগ্য হতেই পারে না| আমি জানিনা কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে কোন জায়গায় শুরু করলে পরে আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করে আমাদের ডেটথ প্র্যাকটিসের উদাহরণ দিয়ে আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষের জীবনের মূল্য দিতে পারব| যে শ্রমিকের উপর দাঁড়িয়ে যে কৃষকের ওপর দাঁড়িয়ে এ দেশ এখনো বেগবান চলমান অন্যান্য যে কোন দেশের চেয়ে জীবিকার ঊর্ধ্বগতির ডুগডুগি বাজিয়ে অত্যন্ত আত্মস্মাগায় ভোগা সেই জাতিকে অবশ্যই সেই শ্রমিককে ওই কৃষকের জীবনের মূল্য দিতেই হবে এবং এটা যদি দিতে না পারে তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে করোনা আমাদেরকে প্রমাণ করছে গণতান্ত্রিকভাবে কেউ মুক্তি পাবনা| আমি ধনী হই, মধ্যবিত্ত হই অথবা গরীব হই এই ঢেউ আমার ঘাড়ে এসে পড়তে বাধ্য| আমরা যদি এটার চেতনার মধ্যে মনে রাখি| আমি এই পর্যায়ে এখানে শুধুমাত্র থামবো শুধু মাত্র এটুকু বলার জন্য নিশ্চয়ই আমাদের আলোচনা মুখ্য উদ্দেশ্য ওই ডুগডুগি বাজানো না| ঘুরে দাঁড়ানো কোথাও না কোথাও শুরু হোক, হোক না সেটা তৃতীয় মাত্রা থেকে শুরু|

জিল্লুর রহমানঃ ধন্যবাদ মি. ইকবাল হাবিব আমি আসবো আবার আপনার কাছে| মি. রাশেদুল ইসলাম রানা প্লাজার কথা উঠলো তাতে কি ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে সরি ইকবাল হাবিব এর কাছে শুনলাম

মগবাজারে কথা কিছুদিন আগেকার সেটি আমরা শুনলাম| আপনার স্মরণ আছে নিশ্চয়ই যে ২০১২সালে তাজরীন ফ্যাশনসে যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে সেখানে ১১১ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল| ৯ বছর পরেও কিন্তু নিহত এবং আহতদের পরিবারের ক্ষতিপূরণ এখন পর্যন্ত কেউ পায়নি| এরইমধ্যে কারখানার মালিক জামিন নিয়ে দেশের বাইরে চলে গেছেন| চিত্রটা যদি এই হয় তাহলে এই ধরনের অগ্নিকাণ্ড বারবার ঘটতেই থাকবে এবং এ ধরনের আলোচনা আমরা করতেই থাকব শেষ পর্যন্ত ফলাফলটা শূন্য হবে| তাই কি?

রাশেদুল ইসলামঃ জিল্লুর ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আপনার এই তৃতীয় মাত্রা' অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং সেইসাথে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমার সহআলোচক ইকবাল হাবিব ভাইকে তার চমৎকার বক্তব্যের জন্য এবং তিনি আসলে অনেকদিন কভার করেছে এবং আপনিও অনেকগুলো "কি" ফ্যাক্টরসের এরিয়াগুলোতে আপনি কাভার করলেন| আসলে এই দায়বর্তী সংস্কৃতি যেটা বলছিলাম এবং এই বেশ কয়েকটি উদাহরণ ও আপনি টানছিলেন তাজরিন ফ্যাশন, ট্রামপক্ক, চুড়িহাট্টা, নিমতলী, বনানীর এফআর টাওয়ার এই যে এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটার পরে তদন্ত হচ্ছে তদন্ত কমিটি তারা রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, এটি মামলার নিষ্পত্তির কিছু অপেক্ষায় আছে অথবা তারা জামিনে চলে গেছে| কিন্তু এই তদন্ত গুলোতো দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া এবং মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার জন্য তো দীর্ঘ সময় চলে যায়| তাহলে আমরা এই বিচারহীনতার সংস্কৃতি মধ্যে কি ঢুকে যাচ্ছি না এই কোশ্চেনটা আসলে করাই যায়| আমরা আইন মানবো আমাদের তো ঠিক আছে আমাদের লিগাল অব্লিগেশন রয়েছে, মোরাল লিগাল অব্লিগেশন রয়েছে| অলরেডি ইকবাল হাবিব ভাই বলছিলেন যে হাসেম ফুড এন্ড বেভারেজ যে ইন্ডাসট্রিটি রূপগঞ্জে যেখানপ ৯ তারিখে দুর্ঘটনাটি ঘটলো এটি যেনতেন সাধারণ মানের একটি ফ্যাক্টরি নয় বা একটি কোম্পানি নয়| অত্যন্ত স্ট্যান্ডডারড একটি কোম্পানি অত্যন্ত বিখ্যাত একটি কোম্পানি| সেই কোম্পানিতে যদি সেফটি কালচার সেটিং সিস্টেমের এরকম দৃশ্যপট আমরা দেখি তাহলে অন্য মিডিওকার কোম্পানিগুলো বা মিডিওকার কল-কারখানাগুলো এদের থেকে কি শিখবে| এখানে ফায়ার সেফটি সিস্টেমে আমরা যেটা বিভিন্ন সূত্র থেকে পেয়েছি বিভিন্ন ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট গুলো যখন অপারেশন করছিল গতকালকে আমি টিভি মিডিয়ায় চোখ রাখছিলাম সাংবাদিকদের বক্তব্য থেকে যেগুলো আসছিল ভুক্তভোগীদের বক্তব্য বা তাদের আত্মীয়-স্বজনের যে বক্তব্য গুলো এসেছিল এটা আসলে এটা একটি চিড়িয়াখানা অর্থাৎ খাঁচার মধ্যে মানুষগুলোকে বন্দী করে রাখা এই যে সংস্কৃতি এই সংস্কৃতি আমরা হাসেম ফুড এন্ড বেভারেজ এর মত রেপুটেড কোম্পানি থেকে আশা করি না| আমরা এই সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতেই হবে| নাহলে আসলে এই লাশের মৃত্যুর মিছিল আমাদেরকে দেখতে হবে আমরা তৃতীয় মাত্রা কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে তারা কিন্তু প্রত্যেকটি সেফটি ইন্সিডেন্ট এ সেটা হোক কোন ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোলাপস, সেটা হোক কোন রোড এক্সিডেন্ট অথবা সেটা হোক কোনো ফায়ার ইন্সিডেন্ট| সে যে..এই ধরনের কোনো দুর্ঘটনার সাথে সাথেই তারা একটি টকশো আলোচনা টকশোর ব্যবস্থা করে এবং সেখান থেকে অনেকগুলো সুপারিশ কিন্তু আসে এবং এক্সপার্ট অপিনিয়ন গুলো যেমন আসে ঠিক একইভাবে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা যারা পলিসি মেকিং এর সাথে জড়িত আছে চরিত মানে সম্পৃক্ত থাকেন তারাও এই টকশোগুলোতে আসেন তারাও বিভিন্ন রকম কমিটমেন্ট করেন| আমার মনে আছে স্পষ্ট এফআর টাওয়ারের অগ্নিকাণ্ডের পর তৎকালীন গনপ্রত্মনতিমন্ত্রী মহোদয় রেজাউল করিম স্যার এসেছিলে। তিনিও অনেক কমিটেড ছিলেন অনেক কমিটমেন্টের কথা বলেছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাকে আমারা ঐ মিসৃত থাকতে দেখি নাই। তো যই হোক আমি যে বিষয়টি থেকে বলতে চাই যে এটাতো রেপুর্টেড কম্পানি গুলো যদি এভাবে ভাবতে থাকে যে আমাদের হ্যাঁ আমার শ্রমিকের একটি দুর্ঘটনা ঘটল আমার শ্রমিকের মৃত্যুর মিছিলে আমি দেখলাম তারপর আমি তাদের এক ক্ষতিপুরনের ব্যবস্থা করে ফেললাম কিন্তু সেটাতো আগুন কিন্তু শুধু শ্রমিককে দেখে দেখে আক্রমণ করেনা| কোথাও যখন একটি ইনসিডেন্ট হয় সেখানে কিন্তু মালিকপক্ষ বা যারা মিড লেভেল ম্যানেজমেন্টে কাজ করে তারাও কিন্তু সেখানে উপস্থিত থাকে,তারাও সমভাবে জীবনের একটি শঙ্কার মধ্যে থাকে...পরে যেতে পারে| কেননা ফায়ার ইন্সিডেন্ট আমরা জানি যে এখানে যদি মাত্র 40 টু 45 পারসেন্ট বার্ন হয় অথবা গরম বাতাস এগুলো যদি ইনহেল করে তাহলে শ্বাসনালী পুড়ে যায় এবং 40 টু

৪৫ পারসেন্ট পুড়ে গেলে তার বাঁচার কোনো সম্ভাবনা থাকেনা| এছাড়া এ জীবনহানি ছাড়াও তাদের কিন্তু প্রসেস তাদের যে প্রোডাক্ট সেগুলোর এনভায়রনমেন্টাল লস আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তাদের রেপুটেশন লস হয়| এই রেপুটেশন লসের কথাটি মাথায় রাখে তাও যদি রাখে তাহলে তো তাদের এই সেফটি ইন্সিডেন্ট গুলো তাদের এখানে হওয়া উচিত না| সুন্দর একটি সেফটি কালচার এরমধ্যে যে যাওয়া উচিত, তাদের কম্পালস্ড হওয়া উচিত ইনটার্মস অফ ফায়ার সেফটি, ইলেকট্রিক্যাল সেফটি অথবা স্ট্রাকচারাল সেফটিতে| আর আরেকটি বিষয় আমরা এই ঘটনা থেকে দেখিছে যে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট যখন এখানে রেস্কিউ এবং সার্চ অপারেশন যখন করছিল তখন তারা তাদের ফাইন্ডিংস হচ্ছে যে চতুর্থ তলায় তাদেরকে থাকতে বলেছে, শ্রমিকদের কে বের হতে দেওয়া হয় নাই এবং ঠিক একইভাবে ছাদের দিকে ষষ্ঠ তলায় সেখানেও তালাবদ্ধ ছিল| এই এটা কিন্তু তাজরীন ফ্যাশনের জাস্ট একই রকম সিনারিও| তাজরীন ফ্যাশনের সময় আমরা যখন ইন্সিডেন্ট গুলো ফলোআপ করছিলাম আমরা শুনছিলাম সেখানেও একই কথা বলা হয়েছে| তো এই যে লাইন ফ্লোরে যে লাইন ম্যানেজারসরা থাকে এই তাদের যে মানে আমরা বলি এই আত্মঘাতীমূলক যে সিদ্ধান্ত গুলো আত্মঘাতী নির্দেশনাগুলো মানতে যেয়েই কিন্তু দুর্ঘটনাগুলো ঘটে| এখানে সিকিউরিটির সাথে সেফটির একটি সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি হয়| অর্থাৎ তারা হয়তোবা মনে করে যে এখান থেকে মালামাল লুট হতে পারে, চুরি হতে পারে| সুতরাং এদেরকে আটকে রাখব আটকে থাকুক “keep on work going on” কথাটি অনেকটা এরকম হয়| কিন্তু এই জিনিসগুলো যদি সঠিক প্রশিক্ষণ দেওয়া থাকে, সেই প্রশিক্ষণটা শুধুমাত্র যে আমার ওয়ার্কার এর জন্য তা না, এ খানটা লাইন ম্যানেজার থেকে শুরু করে আমরা বলি যে প্রশিক্ষণটি শুরু হতে হবে উপর থেকে| আবার ম্যানেজমেন্টে যারা আছেন তাদের টপ মানেজমেন্ট যদি তাদের ধারণা গোবর পরিষ্কার না থাকে তাহলে কিন্তু পরিবর্তনটা আনা খুব কঠিন| প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই| এখানে আরেকটি বিষয় হচ্ছে ফায়ার ডিপার্টমেন্টের সূত্র থেকে যে অবকাঠামোগত দুর্বলতা ছিল| তো অবকাঠামোগত দুর্বলতা যখন ছিল এবং সেই সাথে ফায়ার সরঞ্জামাদি ফায়ার ইকুইপমেন্ট যেগুলো থাকার কথা ছিল সেখানে সেটা পাওয়া যায়নি বা স্বল্পতা ছিল| তো তারা তো লাইসেন্স পেয়েছে এই ফায়ার ডিপার্টমেন্ট কিন্তু তাদেরকে বিভিন্ন সময় লাইসেন্স দিয়ে এবং বিভিন্ন সময় লাইসেন্স গুলো নবায়নে আমি বলব সহায়তা... সহায়তা না তাদের কাছ থেকেই তো নিতে হয়েছে এখানে অনেকগুলো অ্যাসোসিয়েটেড ডিপার্টমেন্ট আছে অ্যাসোসিয়েটেড ওয়াইন মিনিস্ট্রি আছে সেগুলো থেকে লাইসেন্স নিয়েই তো তাদের ব্যবসা পরিচালনা করেছে| আসলে আমরা যদি এই পেপার এক্সেসাইজ এর মধ্যে থাকি তাহলে কিন্তু ঘটনাগুলো ঘটতেই থাকবে| যে সংস্কৃতি এটা শুধুমাত্র বিচারহীনতার সংস্কৃতি না এইযে দায়হীনতার সংস্কৃতি এবং আমরা বলি ব্যাড কালচার ব্যাড প্র্যাকটিস| আমরা লাইসেন্স দিচ্ছি, লাইসেন্স গুলো কিন্তু স্পষ্টিকরণ আমি বলে রাখছি যখন আমরা একটি ফ্যাক্টরিকে এস্টাবলিশ করি যে আমরা সেফটি কম্প্লাইন্টস গুলো আমরা মানবো, আমরা লেবার কম্প্লাইন্টস গুলো মানবো এবং পরবর্তী সময় এগুলো ওদের যে ইনস্ট্রাকশন বডি আছে লাইসেন্স গুলো যখন নবায়ন করা হয় সেগুলো তো দেখবার কথা| সুতরাং এইযে মনিটরিং বডির ফেইলার, ফেইলার পার্ট টাকে নিতে হবে| শুধুমাত্র হাসেম গ্রুপের মালিক পক্ষকে বা আট জনকে তাদেরকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে এটি যথেষ্ট নয়| সেখানে আরও যারা অ্যাসোসিয়েটেড বডি গুলো আছে তাদের দায়বদ্ধতা তাদের ইস রেস্পন্সিবিলিটি কোন জায়গায়| তাহলে তাদেরকেও আমাদের কাউন্টেবল করতে হবে| তাদেরকেও শাস্তি আয়ত্তে ডিপার্টমেন্টাল শাস্তির আওতায় আনতে হবে। জি আমি এই পর্যন্ত জানি....

জিল্লুর রহমানঃ মি. ইকবাল হাবিব আমি মি. রাশেদুল ইসলাম সাথে দৈহ যে বুঝতে চাই আপনার কাছে যে তাজরিন ফ্যাশন ব্যাপারটা স্মরণ আছে যে আগুনের পরে মালিক বলেছিলেন যে আগুনের দায় তার নয়, সজীব গ্রুপের চেয়ারম্যান ও একই কথা বলেছেন যে এর দায় তার.. এই ঘটনার দায় তার নয় এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে সব প্রতিষ্ঠানের কথা আপনি ইঙ্গিত করছিলেন মি. রাশেদুল ইসলাম করলে উল্লেখ করলেন এবং যাদের এগুলো দেখাশোনা করার দায়িত্ব তারাও শীগ্রই বললেন এবং আপনি খানিকটা ইঙ্গিতও করেছেন যে গতরাতে এসব কথা বলেছে যে এসব ঘটনায় তাদের কোনো গাফিলতিই ছিল না আইন কানুন মেনে তারা সবকিছু করেছেন| তাহলে দায়টা আসলে কার?

ইকবাল হাবিবঃ আমি খুব সুনির্ধারিত ভাবে তিনটা জিনিস বলি| আমি একজন স্থাপতি প্রফেশনাল| সেই হিসেবে সুনির্ধারিত ভাবে তিনটা জিনিস বলি| প্রথমত দেখেন এই ভবনটি নির্মাণ এর জন্যে কেউ-না-কেউ অনুমতি দিয়েছে| রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ভবন নির্মিত হতে পারে না| আর যদি সেটা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের না থাকে এই সংস্থাটি ভেঙে ফেলা দরকার| আবার একই রকম ভাবে বড় একটা ভবন সেটা গুদাম হিসেবে বড় করে সাইনবোর্ড দিয়ে গুদাম হিসেবে তৈরি করা হয়েছে| এটা হঠাৎ করে কিভাবে কারখানা হল কেউ দেখলাম না, তাহলে তো এখানে ড্রাগ ও মক্সের ব্যবসাও করা যেত বলে মনে হচ্ছে| তার মানে কেউ দেখলাম না, তাহলে যারা ট্যাক্স নিচ্ছে তারা এই দায়িত্ব কি করে এড়াবে| তৃতীয়তঃ আপনি একই সঙ্গে দেখেন এই ভবনটির যে পরিধি প্রতিটা ফ্লেকের যা এরিয়া তাতে করে ভবনটির পাঁচটি সিঁড়ি থাকার কথা এবং একই সঙ্গে এই ভবনটির এই পরিধিতে এই ধরনের কার্যক্রম করলে স্ক্রিকলার সিস্টেম অর্থাৎ আগুন লাগলে ঝরনার মত পানি ছুটবে সেটা থাকার কথা এবং সেইসঙ্গে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা অগ্নিকালীন সময়ে এই সিঁড়িগুলো যেন যথোপযুক্ত থাকে সেটা দেখার দায়িত্ব, দুই দুইটা আইন এত আইন আমাদের আলহামদুলিল্লাহ| দুই দুইটা আইনে অত্যন্ত সুস্পষ্ট একটা হচ্ছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড এবং তার অনুসরণে উনার বিধিমালা কিন্তু দেখভাল করার দায়িত্ব নিয়েছে রাজুক। আরেকটা হচ্ছে বাংলাদেশের অগ্নি প্রতিরোধক নির্বাপনায় ২০০৩ সেটার চতুর্থতদরে লাইসেন্স দেওয়ার অধিকার হলো মহাপরিচালক ফায়ারবিগ্রেড সিভিল ডিফাইন। এই দুইজনের আবার পরিবেক্ষণের সাপেক্ষিক এই ভবন টার কম্প্লাইন দেখার কথা। আবার সিটি কর্পোরেশন কিন্তু এখান থেকে হোল্ডিং ট্যাক্স নেয় তারাও কিন্তু নিজে ব্যবহার পরিবর্তন হলো কি হলো না সেটা দেখার কথা| কারণ ট্যাক্সতো এক্চুয়ালি নিবেন নিরাপত্তা দেওয়ার বিপরীতে, সুবিধা দেওয়ার বিপরীতে। তাহলে এই তিনটা সংস্থা কি করে দায় এড়াবে| আবার একই সঙ্গে হয়তো দেখছি 15 বছরের অথবা তার নিচের বয়সে অনেকগুলো শ্রমিক কাজ করতো এবং দাহ্য বস্তুর একটা পরিবেশের মধ্যে কাজ করতো| এটা দেখার দায়িত্বের জন্যে আবার আইন করে শিল্পা মন্ত্রণালয় শিল্প পরিদর্শক অধিদপ্তর করে, আমি সরকারকে কিভাবে মানে আইন প্রণোদনাকে কি করে বিষয়ক দোষারোপ করব| কারণ এত আইন কিন্তু ওই বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাধার কেউ নেই| ওই শুভঙ্করের ফাঁকিটা ওইখানে এবং এ কারণে আমি সুস্পষ্টভাবে একটা প্রস্তাব অনেক সেই রানা প্লাজা থেকে করে আসছি আমাদের একটা কম্প্লাইন্টস কমিশন এবং নবায়নযোগ্য কম্প্লাইন্টস সার্টিফিকেশন অবশ্যম্ভাবী করে দেওয়া লাগবে| অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি সেই সংস্থার মাধ্যমে এবং হতে পারে তার সিটি কর্পোরেশন তার কাউন্সিলররা তাদের অধীনে সকল সেবা সংস্থা ফায়ার বিগ্রেড সিভিল ডিফেন্স শিল্প মন্ত্রণালয় এবং দাহ্য বস্তু বা বিস্ফোরক অধিদপ্তর এরা সকলে মিলিতভাবে প্রতিবছর ইনস্ট্রাকশন করে নবায়নযোগ্য বসবাসযোগ্যতা অথবা অথবা ব্যবহারযোগ্যতার সার্টিফিকেট দিবে এবং যদি কোন ভবনে ত্রুটি থাকে তবে তাকে লাল ফ্ল্যাগ লাগিয়ে বসবাসযোগ্যতার অথবা ব্যবহারযোগ্যতা বাতিল করতে হবে| এটা কি আমি নতুন কিছু বলছি? না পৃথিবীর সকল সভ্য দেশে তাই আছে| আপনি যদি মনে করে দেখেন সিঙ্গাপুর-ব্যাংকক অথবা ইন্ডিয়ায় একটা লিফটে উঠলে দেখবেন একটা ছোট্ট সার্কিট যে কোণার মধ্যে লাগানো থাকে সেখানে বলা থাকে কবে লাস্ট ইনস্ট্রাকশন হয়েছে এবং কবে আবার হবে| এখন এগুলো বলে লাভ কি| যে দেশে একুশে টেলিভিশনের ভবনে উঠতে গিয়ে আমাদের বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী এবং আইসিটি প্রতিমন্ত্রী লিফট ছিঁড়ে পড়ে যায় আহত হন তারপরও তারা কিছু করেন না| সেই দেশে তার কাছে কি বলবো আমি জানিনা| তবে হ্যাঁ নবায়নযোগ্য সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা যদি আজকে করা হয় তবে কোনও না কোনও দায়মোচনের চেয়েও আমরা প্রথমেই প্রিকৌশনের ইনমেজারে একটা যোতি টানতে পারি, একটা বিড়ালের গলায় ঘন্টাটা ঝুলাতে হয়, অন্তত সবুর করে সার্কিটটা টানতে পারি| ওই ফসটা গেরোটা অন্তত টাইট করতে পারি| আমি সেটা করতে চাই| জরুরী ভিত্তিতে সেই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হোক| এবং পাশাপাশি দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমাদের কোথাও না কোথাও ওইযে ১৫ ই আগস্ট এর পরে আমরা যে ইনডেমনিফিকেশন এর চর্চায় গিয়েছি তার বিপরীতে আমরা বিচারহীনতা থেকে বিচার কার্যক্রমে গেলাম ওইরকম ভাবে এখানে একটা দুইটা তিনটা বিচার করে শাস্তি দেন প্রকাশ করে আপনি দেখবেন আমরা সচেতনতার তোরাআকাশটা দেখাবো| অর্থাৎ করলেও হয় না করলেও হয়না জরিমানা দিলে পার পাওয়া যায় এই চেতনা থেকে বেরিয়ে করতেই হবে| অনেকে বলেন আমাদের মালিকরা শ্রমিকরা মানুষরা সচেতন না| সচেতনতা এমনি এমনি

হয় না ছোটকাল থেকে সচেতনতা শেখাতে ইনভেস্ট করতে হয় অথবা শাস্তি এবং প্রণোদনা নিশ্চিত করতে হয়| সিঙ্গাপুরের রাস্তায় রাস্তায় যখন লেখা থাকে ডোন্ট স্পিড ফাইভ হান্ড্রেড ডলার ফাইন তখন বুঝতে হবে এমনি এমনি সবাই সোজা হয় না, তাকে জরিমানা করে এবং ও জরিমানার ব্যবস্থাটা নিশ্চিত করা হয়| ওই চিংগাম খেলে পরে পশ্চাৎদেশে বেত্রাঘাত এখনো বন্ধ হয়নি| আমার মনে রাখতে হবে যত সভ্য দেশ দেখি তারা যে সটটার মধ্য দিয়ে সভ্য হয়েছে পরিচালিত হয়েছে সেটা না করা পর্যন্ত বর্বরতা এবং বর্বর আইন বর্বর এবং সময় আমার কাছে এক্সেপ্টেবল হতেই হবে| আর তবে এটাও মনে রাখা দরকার যে যাদের লাশের উপরে এই প্রবৃদ্ধি ডুগডুগি বাজাচ্ছি যখন তারা বিস্ফোরণ ঘটাবে এটা কিন্তু কেউ মেনে নিতে পারবে না| তো আমাদের সবার এরকম বোঝা উচিত কোথায় শুরু করা দরকার| আমি সেই শুরুতে দুটো অষ্ট প্রস্তাব রাখলাম কমপ্লায়েন্স কমিশনের সার্টিফিকেশন, বছর নবায়নযোগ্য এবং অবশ্যই একটি দুইটি চারটি ছয়টি শাস্তির নমুনা প্রদর্শন করে, আইনের কঠোরতা শাস্তি দেওয়ার জন্য নয় তবে কখনো কখনো কিছু শাস্তি না দিলে এসিড নিক্ষেপের যে প্রকোপ ছিল কমেছে তো না| কেন কমলো কারণ কিছু শাস্তি দেওয়া হয়েছিল| আমরা সেরকম কিছু শাস্তি হোক এই আগুন নিয়ে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা করলেও হয় আবার না করলেও হয় এবং রাজধানীর কর্তৃপক্ষ মোটা গলায় বলবে আমাদের ৪৪ শতাংশ অনুমোদনহীন ভবন তারপরও তাকে গতিতে বসায়া রাখবো এই চর্চা থেকে সরে আসতে হবে| যদি তুমি দায়িত্ব পালন করতে না পারো তাহলে দায়িত্ব থেকে সরে যান অথবা অধিদপ্তর বন্ধ করে দেন| আমাদেরকে মনে রাখতে হবে জনগণের জীবন জানমাল নিয়ে নিরাপত্যা রাষ্ট্র সরকারকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়েছে সংবিধান| জানমালের নিরাপত্তার জন্য সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়েছে সংবিধান| যদি সেটা পালন করতে ব্যর্থ হয় কেউ তাকে অবশ্যই আমাদের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে|

জিল্লুর রহমানঃ জি.. মি. রাশেদুল ইসলাম আবারো কিন্তু ঘুরে ফিরে শিশুশ্রমের ঘটনাটি কিন্তু প্রকাশ্যে চলে এসেছে| যেটি নিয়ে এক সময় বহু আলোচনা হয়েছে এবং যারা বিশেষ করে এখানে যারা কাজ কর্ম দিতেন বাইরে থেকে তারা এগুলো নিয়ে অনেক প্রশ্ন করেছেন এবং আমরা জানি রূপগঞ্জের আগুনের না নির্মাতাদের অনেকের বয়স ১৮র নিচে ১৪ ১৫ কোঠায়। সো আপনি কিভাবে দেখেন এটা এবং..

রাশেদুল ইসলামঃ জিল্লুর ভাই আমরা তো আইএলইউ কনভেনশনগুলোতেআমরা স্বাক্ষরকারীগ্রেস ঠিক আছে। তো সেখানে আমরা স্বাক্ষর করেছি, আমাদের শ্রম আইন বিধান গুলোতে স্পষ্ট রয়েছে| কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে ইকবাল ভাইয়ের সে সূত্র ধরে আমি বলতে চাইযে আইন তো আছে আমাদের সুন্দরস্থ আইন, আমাদের শ্রম আইন 2006 2007সংশোধিত রুলস শ্রমবিধিমালা 2016 অগ্নিনির্বাপণ বাপন আইন এবং এগুলো দেখার জন্য আইনের পাশাপাশি ইম্প্লেমেন্টেশন বডিগুলো ও আছে ইন্সপেকশন বডিগুলো ওআছে| কিন্তু ফাংশনাল তো হচ্ছে না| এখানে ব্যাপারটি হচ্ছে আসলে কমিটমেন্ট, কমিটমেন্ট হচ্ছে সকল স্টেকহোল্ডার এর| সেটা হ্যাঁ নিঃসন্দেহে সরকারের জায়গা হতে থেকে যারা আমাদের যে পলিসি মেকার সেখান থেকে কমিটমেন্ট টা, মূল কমিটমেন্ট টা আসতে হবে এবং এই আইনগুলো মানতে মানাতে বাধ্য করতে হবে এবং আইন যে মানবে না তাদের জন্য দৃষ্টান্ত মূলক যে শাস্তির উদাহরণ রাখতে হবে| সেইসাথে আমাদেরকে সেফটি এবং সিকিউরিটি কালচার গুলো ডেভলপ করতে হবে, আমাদের সেফটি ম্যানেজমেন্ট গুলোকে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে| আপনি দেখুন আমাদের যে একসময় পোশাক শিল্প কারখানায় এই যে কিশোর শ্রমিকরা কাজ করতো এবং উনাদের সেফটি সিকিউরিটির অনেকগুলো প্রবলেম ছিল| তো সেটা কিন্তু অনেকাংশে ওভার কাম করা হয়েছে| এখন এলায়েন্স যখন তাদের এখানে এসে এই যে তিনটা সেক্টরে কাজ করলো বিশেষ করে অবকাঠামো দুর্বলতা ইলেকট্রিক্যাল সেফটি এবং ফায়ার সেফটি নিয়ে তারা বিভিন্ন পরামর্শ অ্যাসেসমেন্ট ট্রেইনিং এগুলোর আওতায় নিয়ে আসলো আস্তে আস্তে দেখেন এই জায়গাগুলো তো ডেভলপ হয়েছে| অতএব আমরা যদি একটি অংশকে আমাদের উদাহরণ আছে যে আমাদের উন্নতি করার বা একটা স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করার বা কমপ্লায়েন্স মেইনটেইন করার এটা সম্ভব| এটার জন্য যেটা বললাম সদিচ্ছার প্রয়োজন| সদিচ্ছা টা প্রত্যেকটি স্টেকহোল্ডারসের, সেটা মালিক শ্রেণী থেকে শুরু করে আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের সরকার বাহাদুর মহোদয় সে তারা তাদের ওই কমিটমেন্ট

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ| তো সবোমিলিয়ে আরেকটি বিষয় এখানে পরিধানযোগ্য আইনগুলো যেখানে স্পষ্টীকরণ গুলো যেখানে আছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডস ফায়ার ডিপার্টমেন্টের অগ্নিনির্বাপক আইন ২০০৩ এখানে আমরা আসল সলিউশন গুলোতে যে তিনটা ভাবে সলিউশনসের কথা বলি অবকাঠামোগত সলিউশনস তারপরে যেটাকে স্ট্রাকচারাল সলিউশনস বলি ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনস এবং প্রসিডিউরাল সলিউশন| সো এই সলিউশন গুলো আমরা যখন করে ফেলতে পারব এগুলোর প্রটেকশন এজেন্স গুলো যখন নিতে পারব তখন কিন্তু ইরর গুলো কম হবে ইন্সিডেন্ট গুলো কমে আসবে| দেখুন নগরায়ন হচ্ছে শিল্পায়নও খুব জরুরী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য| এই শিল্পায়ন ও নগরায়ন যখন হয় তখন কিন্তু থ্রেড এবং হ্যাজার্ডগুলো বাড়তে থাকে। কিন্তু থ্রেড এবং হ্যাজার্ড বারে এবং সেখান থেকে কিন্তু রিস্কও এক্সপোজ হতে পারে। যেটাকে আমরা প্রোবাবিলিটিতে শূণ্যের কোঠায় আনতে পারবো না।কিন্তু বিভিন্ন রকম প্রটেকশন কিটস মেজসরস এবং টুলস গুলো কে অ্যাপ্লাই করে আমরা ভার্নাবিলিটি কে কমিয়ে আনতে পারি, এটা একটা সহনীয় মাত্রায় রাখতে পারি| আর সেটা করবার জন্যেই আইনের প্রয়োগ| আইন যথেষ্ট ভালো ভালো আইন রয়েছে, সুন্দর সুন্দর আইন আছে, আইনের প্রয়োগ, আইনের বাস্তবায়ন এটা অনেকাংশে এবং অধিক পরিমাণে জরুরি হয়ে পড়েছে| আমাদের পেইজ রিসেন্ট গত ১০বছরে ধনের ইন্সিডেন্ট গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং যেটির উদাহরণ আমি আগেই বলছিলাম যে অ্যাকর্ড এলান্স এসে যখন আমাদের পোশাক শিল্প কারখানায় সেফটি এবং সিকিউরিটি এবং স্ট্রাকচারাল এবং ইলেকট্রিকাল এই কম্প্লায়েন্সগুলোকে তারা কম্পাইল করতে সক্ষম হয়েছে এবং অনেকাংশে সফল হয়েছে সেটার উদাহরণ এটা হতে পারে এবং আমি যতটুকু জানি যে অ্যাকর্ড এলান্স এই দায়িত্বটি বর্তমানে পালন করছে শ্রমমন্ত্রণালয়ের একটি লাইন ডাইরেক্টরের সেটা হচ্ছে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ..কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন যে ডিপাদর্টমেন্টটি আছে| তো এদেরকে আরো ইটিস্টিউশনাল ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ করতে হবে| তাদের হতে পারে লোকবল সঙ্কট থাকতে পারে, তাদের হতে পারে তাদের প্রশিক্ষণের অভাব থাকতে পারে, প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব থাকতে পারে| তোর সেই জায়গাগুলোকে ও আমাদেরকে অ্যাড্রেস করতে হবে| আর অ্যাসোসিয়েটেড বডি আমি যেটা বলছিলাম যে হ্যাঁ রাজউকের কাছে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে আপনাদের কোথায় দুর্বলতা, তারা চেকলিস্ট এর মত করে বলে দিবে আমাদের জনবলের দুর্বলতা, আমাদের গাড়ির সরঞ্জামাদি দুর্বলতা, আমাদের দক্ষ জনবলের অভাব| এই কথাগুলো আপনি যে ডিপার্টমেন্ট কেই জিজ্ঞাসা করবেন তারা গটবাঁধা বলে দিবেন| তো এটা তো সলিউশন এ আসতে হবে, সে সলিউশন টা কিন্তু এটা হতে পারে যে থার্ড পার্টি এঙ্গেজমেন্ট| এই এঙ্গেজমেন্ট করা টি দেখুন বাংলাদেশ পুলিশ ডিপার্টমেন্ট এর পাশে পাশাপাশি সিকিউরিটি ফার্ম প্রায় ছয় শতাধিক সিকিউরিটি ফার্ম কাজ করে কমিউনিটি পলিসি নিয়ে এখানে এনগেজমেন্ট আছে| আমরা এই সেভটি ডিপার্টমেন্ট শুধুমাত্র বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স ডিপার্টমেন্টের ইন্সটিটিউশনাল ক্যাপাসিটি বিল্ডআপ এর পাশাপাশি আমাদেরকে অন্যান্য থার্ড পার্টি এনগেজমেন্ট বা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা কেও এখানে সংযোগ করতে আমরা করতে পারি। তাহলে কিন্তু একটা সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব। কারণ লোকবলের এই যে বা জনবলের এই যে অভাব বা জনবলের যে স্বল্পতা এটি একটি বাস্তবতা। এটাকে মানতে হবে সুতরাং আইন আমরা সুন্দর করে করছি বা আইনের বাস্তবায়ন বা আইনের প্রয়োগের যারা করবে সেই লিস্ট সেই বডিটাকে আমি বলতে চাচ্ছি যে সুদক্ষ করে তোলা এবং তাদেরকে আরো বেশি ক্যাপাসিটি সম্পন্ন করে তোলা।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার ইকবাল হাবিব একথা রিংগিত আমি আগেও দিয়েছেন আমরা ফায়ার সার্ভিস কতৃপক্ষ তারা বলছেন যে ৩০ হাজার বর্গফুটের ৬ তালায় এই কারখানা পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ছিল না এবং জরুরি বের হওয়ার কোন প্রয়োজনীয় পথও রাখা হয়নি। সো আমার আবারো সেই প্রশ্ন একই কথা হয়তো ঘরে ফিরে আসবে কিন্তু জোর দেওয়ার জন্য এ প্রশ্নটা করছি যে কারখানাটি তাহলে অনুমোদন পেলো কিভাবে? আপনি রাজউকের কথা বলেছেন অন্যদের ফায়ার সার্ভিসেরও তো এখানে ভূমিকা থাকবার কথা।

ইকবাল হাবিবঃ অবশ্যই ফায়ার সার্ভিস এর ভূমিকা রয়েছে লাইসেন্স প্রদানের দায়িত্ব ক্ষমতা এবং পরিদর্শন করে যথাযথ আছে কিনা সেটি দেখার দায়িত্ব ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্সের। একটা কথা খেয়াল করবেন দেখেন জিল্লুর ভাই যে ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স মূলত ফায়ার সার্ভিস শুধু পাবো না ওটার আর একটা অঙ্গ আছে সিভিল ডিফেন্স। সেটা কি তৈরি করছে রানাপ্লাজার পরে ৬০ হাজার লোকের তৈরি করার একটা যে ডুগডুগি সেটা আমরা শুনেছি এবং তার যে আত্মশ্লাঘা ৬০ হাজার লোক আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি একটা এরকম দেড় কোটি মানুষের শহরেই আরো আমরা সারা বাংলাদেশে মানুষ বাদই দিলাম ৬০ হাজার লোককে এনাফ? আমরা আসলে মানুষের সচেতনতার জন্য অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক কতটা ইনভেস্টমেন্ট করছি? কি কারনে আপনি প্রত্যাশা করবেন যে আপনার ভবনগুলো এমনি এমনি নিরাপদ হবে? আগুন লাগলে কি করতে হয় একটা শিক্ষিত লোকে জিজ্ঞেস করে দেখেন আপনি জানে কিনা? এবং ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স আইন অনুযায়ী প্রতি ভবনে প্রতি দুই মাস পর পর ড্রিল করতে হয়। ইন্ডাস্ট্রি হলে সেটার ড্রিল আবার ফায়ার সার্ভিস এর দর্শকের উপস্থিতিতে করতে হয় এবং যখন তখন তারা এড্রিল করাবেন উদ্দেশ্য প্রিভেনশন অগ্নি নির দুর্ঘটনা ঘটলে মানুষ যেন জানমালের নিরাপত্তাটা পাই। তো সেই সংস্থার যখন এ লাইসেন্স দেওয়া দায়িত্বটা যেমন কাগজে লাইসেন্স দেখেন পরিদর্শনকৃত এটার পিকেশন লাইসেন্স হিসেবে দেখেন না তখন তার দায়মোচন তো হয়েই যায়। এই যে শিল্প পরিদর্শক অধিদপ্তর বানানো হয়েছে যারা উনি যথার্থ বলেছেন যে রাশেদুল ইসলাম সাহেব যে ওই একডালায়ের বিদেশি সাদা চামড়ার চাপে পড়ে আমরা যখন আমাদের পরিশীলন করাটা করলাম তখন আবার দেশীয় শিল্প উদ্যোক্তারা বললেন আমি চাপ সহ্য করতে পারছিনা আমার ঘাড়ের উপর থেকে চাপ সরিয়ে নেন। তখন সরকার বলল আচ্ছা অনেকদিন হয়েছে আমরা পড়ি শিল্পিত হয়েছি এবার আমরাই করবো। তখন তারা রাজি হলেন অ্যাকর্ড অ্যালায়েন্স চলে গেলেন এবং এখন যাবার রাজি হলাম যাদের উপর ভরসা করে আমরা এখন দেখছি আমি তো ওই বিদেশি গ্রেহাউন্ড এর বদলে দেশি নড়াইল কুত্তা আমরা সরাইলে কুত্তা ভাবলাম কাজ হবে। এখন কুত্তা করে মিও মিও আমার দরকার নেই সে কুত্তার। যদি প্রয়োজন হয় বিদেশ থেকে গ্রাম ভাড়া করে নিয়ে আসবো আমি বলছি এইজন্যে এটা অত্যন্ত কষ্টের বেদনার যে আমাদেরকে এখনো সেখানে উসিলা শুনতে হয়। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যখন স্পষ্ট করে বলে এই ভব ভবনের অনুমোদন আমরা দেই কিন্তু ঐ অনুযায়ী হয়েছে কিনা এটা দেখার মত এনা ইনস্ট্রাক্টর নেই। তাহলে এই সংস্থার আমার প্রয়োজনটা কি? আমরা অনেক বছর ধরে বলছি এই যে সহগামির কথা বললেন যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ যেন এর সাথে যুক্ত ওভার প্রফেশনাল জেনি নকশা করেছেন সুপার বাইক করেছেন তারা প্রত্যেকের সার্টিফিকেশন এটা মূল্যায়ন করেন। তাহলে যেটা হবে রাজুকে ওই শ্রমিকরাই ওই কর্মকর্তারাই একমাত্র না সমস্ত প্রফেশনালরা তার অধীনস্থ একটা শক্তিতে পরিণত হবে। যেভাবে করে উনি বলছিলেন প্রাইভেট সেক্টরে ফার্স্ট সিকিউরিটি অথবা অন্যান্য এই যে এঙ্গেজমেন্ট তা অন্যান্যদের সাথে নিয়ে বাড়ানো উদ্দেশ্যটা অন্তত সফল করা। সেই চেতনা খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ এই সব জায়গায় আমি মনে করি জরুরী ভিত্তিতে আমাদের একটা দায়মোচনের বদলে কিভাবে এই প্রিভেনশনটা করতে পারি সেই জায়গায় আমাদের বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। বিনিয়োগ করা প্রয়োজন প্রত্যেকটা শিল্প প্রতিষ্ঠানের যদি সে সত্যিকার অর্থে কমপ্লায়েন্স যুক্ত না হয় তবে তাকে বন্ধ করে দেওয়ার মতো দৃঢ়তা রাজনৈতিক শক্তি। একটা কথা মনে রাখেন রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে কিন্তু এই অঙ্গীকারগুলো কখনো ধোয়ামোছা করে করে না স্পষ্টকরণ করে করে। আবার পার্লামেন্টে গিয়ে যে আইন গুলি করেছে যেগুলোর উদাহরণ আপনাকে বললাম তা কিন্তু এটাই স্পষ্ট করে যে আমরা আইনগত দিক থেকে যথেষ্ট পরিপক্ক অবস্থায় আছি। তারমানে স্পষ্ট যে রোগটা চিহ্নিত সেটা হচ্ছে ইম্প্লিমেন্টেশন এঙ্গেজিং দা ল এন্ড ইনসিউড়িং দ্যাট
নবডি ডিভাইড দ্যাট কেউ এটি কে এড়িয়ে যাওয়ার শ্রিষ্ঠতা করবে না। আর বিচার সংস্কৃতির আবারও বলছি অনেক ফাঁসি দেওয়া হোক এটা আমি চাইনা কিন্তু অন্তত দশটা শাস্তি তো দেবেন যাতে আরেকটা কাজ না হয়। এখন কেন দেব? কারণ আমরা দেখেছি এসিড সংস্কৃতির এসিড নিক্ষেপের সংস্কৃতি বদলে যাওয়া। আমরা দেখেছি ওই বিদেশে বায়ারদের চাপে আমার পুরা সেক্টর পরিষ্কার হয়ে যাওয়া। তা আমি এই উদাহরণ গুলো দেখার পরে এগুলোকে চুপ করে মেনে নেব কেন? যে কারণে আমি বারবার বলছি এটাকে দয়াকরে দুর্ঘটনা বলবেন না। এটা অবশ্যই অবহেলাজনিত হত্যাকাণ্ড যে কোনো হত্যাকাণ্ডের

যেই সুরে যে রকম গ্রদে বিচার হওয়া দরকার সেই সুরে সেই রকম গুরুত্বে এটার বিচার হোক সবকিছু বদলে যাওয়ার শুরু আছে ওখান থেকেই হবে। আমি যে উদাহরণটা বারবার বলি ৭৫ সালে ওই ঘটনার যে সংস্কৃতি আমাদের মধ্যে ঢুকিয়েছিল যতক্ষণ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর বিচার করতে না পেয়েছি আমরা কিন্তু বদলা ছেড়ে দেয়নি। বদলে যাওয়ার সময় হয়েছে এখন এ সমস্ত জুরিজারি এই সমস্ত বাজে কথা আর এই ৫০ হাজার এক লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ এই সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এটিই সময়। আমরা পেরেছি অন্যান্য জায়গায় এখানেও পারবো। শুধু ওই রাশেদুল ইসলাম সাহেবের যে কথা বলি বারবার বলছেন আন্তরিকতা এবং কমিটমেন্ট এটা করার জন্য রাজনৈতিক দৃঢ় সদিচ্ছা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তাদের কাছে হাতজোড় করে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা আমাদের জনপ্রতিনিধি আমাদের ভোটে আপনাদের নির্বাচন করেছি সংবিধানকে সমুন্নত রাখার এবং সেখানে জানমালের নিরাপত্তার জন্য সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহারের অধিকার আপনাদেরকে আমরা দিয়েছি। ব্যবহার করুন কিন্তু এই লাশের রক্তে জুস আমরা খেতে রাজি নই।

জিল্লুর রহমানঃ রাশেদুল ইসলাম সমস্যা তো আরো আছে যেমন ধরেন এই যে কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর নিয়ে যে কথা আপনারা বলছেন একটি প্রতিষ্ঠানের দেশে আছে লাইসেন্স প্রদান নবায়ন এবং শর্ত মেনে কারখানা চলছে কিনা সেটি নিশ্চিত করা তাদের দায়িত্ব এবং এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অভিযোগ যেটি সরকারি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতোই দুর্নীতিতে নিমজ্জিত এই অভিযোগ বহু পুরনো এবং এই দুর্নীতি আসলে দুর্নীতির কারণেই আসলে এসব প্রতিষ্ঠানের যা কিছু দায়িত্ব পালন করার করবার কথা তারা সেটি করেন না বা তারা কিছু উৎকোচের বিনিময়ে একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দেন।

মোঃ রাশেদুল ইসলামঃ হ্যাঁ এটাতো একটা সার্বজনীন ব্যাপার এটা একটা রুটকস্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের একাউন্টিবিলিটির যে কেন আমরা একাউন্টটেবেল হতে পারছি না বা আমাদের গভমেন্ট অর্গানাইজেশনস গুলো হয়তোবা পলিটিকাল কমিটমেন্ট আছে। হয়তোবা উপরের লেভেলে এই কমিটমেন্ট আছে। কিন্তু মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট লেভেলে যারা আছে বা আরেকটু নিচের দিকে যারা আছে তারা তারা তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ গুলো আসছে সেগুলো তো আসলে মানে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই এবং এই দৃশ্যপটটি সকল সেক্টরে। এইযে সাম্প্রতিক সময়ে গতকালকেই আমি নিউজ দেখছিলাম যে আশ্রায়ন প্রকল্প যেটা প্রধানমন্ত্রীর একটা সাংঘাতিক কমিটমেন্ট যে কমিটমেন্টে সেখানে কিভাবে নিকলেজেন্সি হচ্ছে কিভাবে দুর্নীতি হচ্ছে সো দুর্নীতি সেক্টর গুলো তো প্রতিটা জায়গায় রুট কলস হিসেবে আসবে। আমরা ফায়ার সেফটি ম্যানেজমেন্ট এর কথা বলতে এসে ওই জায়গায় গুলোতেও কিন্তু কিছু রুটকস্ট থাকে যে কোনো দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে। তো আমাদের এই সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় রুটকস্ট হিসেবে আমি দুর্নীতিটাকেই একটি অন্যতম কারণ বলে মনে করব। তবে আধুনিকায়নের দিকেও যেতে হবে। আমাদের যে সকল অ্যাসোসিয়েট এর বডি আছে এই নিরাপদ কর্মপরিবেশের জন্য সেটা কলকারখানা অধিদপ্তর থেকে শুরু করে আমাদের ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিপার্টমেন্ট অধিদপ্তর তাদের চেয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হয়নি তা কিন্তু নয়। এখানে আগের থেকে বাজেট বেড়েছে। এখানে লোকবল বা সম্পাদন করার চেষ্টা করা হয়েছে। স্টেশন গুলো বেড়েছে প্রশিক্ষণের উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য অফিসারদের গুলোকে বাইরে প্রেরণ করা হয়। ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স ডিপার্টমেন্ট তাদের যে ট্রেনিং সেন্টার টি বর্তমানে আছে মিরপুরে সেখানে তারা অকুপেশনাল হেলথ সেক্টর এর উপরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রেখেছে এন্ড ডিজাস্টার এন্ড হিউম্যান সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট এর উপরে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়ানো হয় যেটা মূলত পাঁচ বছর আগেও ছিল না। আমরা যদি এই নলেজ গুলোকে শেয়ার করতে পারি নলেজ গুলোকে যদি আমরা দিয়ে দিতে পারি আমাদের বিভিন্ন স্ট্রিক হোল্ডারসকে তখন কিন্তু আমাদের পরিবর্তনটি আসবে। আর পরিবর্তনের জন্য আমি আরেকটি ফায়ার ডিপার্টমেন্টের পরিবর্তনে কথাও বলবো এখানে তার আগে আর একটি কথা বলতে চাই বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। ডিপার্টমেন্টের স্টেশন এবং তাদের যে সকল লজিস্টিক সাপোর্টসটা বাজেট যদি আপনি বরাদ্দ না করেন এইগুলো এই এই আমি যেটা বলছিলাম যে অরগানাইজেশন এবং ডেস্টিনাইজেশনের সাথে সাথে হ্যাজার বেড়ে গেছে এই ডিপার্টমেন্টই তো

এটাকে ফেস করে। এই চুড়ি হাতে আগুন বলেন বা এফ আর টাওয়ারে আগুন বলুন অথবা কান্সস্ট্রিনস ফ্যাশন বলুন গত কাল গত পরশুদিন এ হাসেম ফুড এন্ড রেফার যে কথাগুলো বললো, তারা কিন্তু ইমারজেন্সি রেসপন্ডার হিসেবে যথেষ্ট সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। হ্যাঁ অন্যান্য ইনস্ট্রাকশন অন্যান্য বডিতে অন্যান্য শাখায় যারা কর্মরত আছে যেটা আমি বলছিলাম ইনস্ট্রাকশন টিম যেটা আছে তাদের কিছু দুর্বলতা আছে। ঠিক আছে কিন্তু অপারেশন না হয়ে অনেক সাকসেস আছে এদের। সেজন্য তাদের দক্ষতাকে আমি ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইনা। তারা অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তারা যে অপারেশন অ্যান্ড রেসকিউ সার্চ করেছে সেটি সেবার জন্য আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি করতে চাই। আরেকটি বিষয় আমি এখানে সংযোগ করে সংযুক্ত করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ফায়ার ডিপার্টমেন্টের তাদের যে অর্গানোগ্রামটি আছে সে অর্গানোগ্রামটিকেউ কিছুটা সংস্কারের দরকার আছে। এখানে যে মহা পরিচালক মহোদয় আছেন উনি সেনাবাহিনী থেকে আগত কর্মকর্তা এবং অন্যান্য যে পরিচালক পাঁচজন পরিচালকরা আছেন তারাও বিভিন্ন বাহিনী থেকে আসা। তো মূল ব্যক্তিটিকে রেখে এবং ডাইরেক্টর এডমিন পদটিকে রেখে অন্যান্য যেসকল ডাইরেক্টরের পথগুলো আছে ডাইরেক্টর অপারেশন ট্রেনিং এই পথ গুলো আসলে লাইন ডিপার্টমেন্টের অফিসারদের গুলোকে আসা উচিত। তাহলে হয় কি তাদের মধ্যে একটি একটি উজ্জ্বল তারা ভবিষ্যৎ দেখতে পায় প্রমোশনের তাহলে তাদের কাজের আন্তরিকতাটাও বেড়ে যাবে। আরেকটি ব্যাপারটি হচ্ছে দেখুন এই অধিদপ্তরটি যে মিনিস্ট্রির আন্ডারে সে মিস্ট্রি অফ হোম এফেয়ার্স। কিন্তু তাদের স্কোপ অফ ওয়ার্কস কাজের ধরন এবং বৈশিষ্ট্যতা বেশি যায় হচ্ছে ডিজাস্টার মন্ত্রণালয়ের সাথে এটাও আমরা চিন্তা করে দেখতে পারি। যারা পলিসি মেকিং করছেন তাদের জন্য আমি একটি চিন্তার খোরাক হিসেবে পেলাম বা এই ডিসিশনটা এর আগেও অনেকবার অন্যান্য বিভিন্ন স্পেশালিস্টরা এই অর্থ নিয়ন্ত্রটাকে তো রেখেছেন। তার সাথে অন্যান্য লাইন ডিপার্টমেন্টের গুগো আছেন রাজউক বলেন রাজউকের অথবা কলকারখানা অধিদপ্তর বলেন সেখানেও যেসকল সংকট বা সংস্কার দরকার সে সংস্কারগুলো করা যেতে পারে। সে সংস্কারগুলো এখনো অত্যাবশ্যক করেছে। তো সামগ্রিকভাবে সকল স্টেটহোল্ডারস এর এবং এ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং এর মাধ্যমে একটি সামগ্রিক উন্নতি আসতে পারে বলে আমার ধারণা।

জিল্লুর রহমানঃ জি মিস্টার ইকবাল হাবিব এই যে এই ধরনের দুর্ঘটনার পর আমরা বরাবরই অভিযোগ ওঠে নানা মহল থেকে যে কারখানাগুলোর চলে স্বেচ্ছাচারী কায়দায় এবং আইন কানুনের কোন বালাই থাকে না। আবারও সেই একই প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আমাদেরকে করতে হচ্ছে এবং আপনাদের কেও বলতে হচ্ছে।

ইকবাল হাবিবঃ সংস্কার এবং সংস্কার কার্যক্রম পরিশীলিত করার কখনো নিজে নিজে হবে না। এরজন্যে রাজনৈতিক সদিচ্ছার যে কথাটা বলা হচ্ছে আমি তার সাথে একেবারে সমর্থন করি। এর সঙ্গে বিনিয়োগও প্রয়োজন। ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিপার্টমেন্ট এর একটা অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে প্রশিক্ষণ এবং জনগণকে প্রস্তুতিকরণ। এর জন্য যে বিনিয়োগ করার জন্য যে সরকারের সহযোগিতা সেটা কিন্তু না করলে সরকার কারো কাছে প্রত্যাশিত ফল আসায় করতে পারে না। আমরা কয়েক ফায়ার একাডেমির সেই দৃষ্টিতে কোথায় দেখছি যেখানে প্রত্যেক স্কুল থেকে কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি থেকে স্টুডেন্টরা যাবে দেয়ার প্রিপেয়ার্ড। প্রতিটা ভবন কমার্শিয়াল উচ্চতর ভবন সব ভবনের প্রত্যেকটা থেকে অন্তত ৫ জন ৬ জন করে যাবেন। তারা ফায়ার ওয়ার্ডেন হিসেবে এসে ওইখানে প্রশিক্ষণ অবস্থায় থাকবেন। প্রয়োজনের সময় তারা চট করে ব্যবস্থাটা নেবেন। প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিতে ফ্যাক্টরিতে হোয়াইট ইনচার্জ থাকবেন। যারা ফায়ার ওয়ার্ডেন হিসেবে কাজ করবেন। এগুলো সব কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে কাগজে দাগ এর মতো রয়েছে। এই জায়গায় বিনিয়োগ কোথায়? আমরা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে যাবো তারপরে আবার ঘুমিয়ে পড়বো এইভাবে করে একটা সংস্কার কখনোই সম্ভব না। তারমানে সংস্কার হতে হবে ধারাবাহিক এবং সংস্থার হতে হবে বিনিয়োগ সহকার ইমিডিয়েট বিনিয়োগ করতে হবে এবং এই বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি শিক্ষামূলক এইজন্য আমি এখানে বেশি বিনিয়োগ করবো না এইটা হতকারিতা। এই জায়গায় আমাদের অবশ্যই দায়বদ্ধতা আনায়ন করতে হবে সেজন্য কোন সংস্কার

দায়বদ্ধতাহীন কোন সংস্কৃতিতে সম্ভব না। এবং এই দায় বদ্ধতা কিভাবে করা যাবে? আপনি যখন ঘটনা ঘটে তারপরে আপনি নড়েচড়ে বসলেন তাতে কোনো সংস্কার আজ পর্যন্ত হয়েছে? যতক্ষণ রানাপ্লাজার পরে আপনি নড়েচড়ে বসেছেন কোন কিছু কিন্তু হয় নাই। আন্টিল আনলেস বায়াররা একক এয়ারলাইন্স তৈরি করে আই এল ও এবং অন্যান্যদের মাধ্যমে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করেছে এবং সংশ্লিষ্ট বণিক সম্প্রদায় সেটা করতে বাধ্য হওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। এখানে দেখবেন এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো বণিক সম্প্রদায় তারা কোটালির স্বার্থের এক ধরনের চ্যালেঞ্জার এর মতো দায়িত্ব নেওয়া সহ করবেন এটা তো জানিনা হাসান সাহেব এটা কেন করলো অমক কেন করলো আর তাদের দাবির বেলাতে অর্থাৎ প্রণোদনার ২ শতাংশ দিতে হবে আমাদের এই মুহূর্তে হা হা অবস্থা। কোরোনার কারণে আমরা রপ্তানি করতে পারছিনা বলে সরকারের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার সময় তাদের কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সকলের দায়িত্ব নেওয়ার যে দৃঢ়তা তার কোনো অভাব দেখি না। আজকে দুর্ঘটনার সময় আপনি এই দায়িত্ব কেন নিচ্ছেন না এবং দুর্ঘটনার সময় কেন আপনি এই দায় নিবেন না এই ফ্যাক্টরিগুলো কম্পনেন্টস নাই আমরা এদেরকে চলতে দেয় নাই আপনি খেয়াল করবেন অবশ্যই জিল্লুর ভাই যতক্ষণ পর্যন্ত বিজিএমইএ বিকেএমইএ এই দায়িত্ব বাধ্য হয়ে না নিয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু ফ্যাক্টরিগুলো অফলাইন শুরু হয় নাই। যখন তার প্রেসিডেন্ট হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্য সব যাবে তারা দায়িত্ব নিয়েছে। আচ্ছা বিদেশি ভোক্তাদের দায়িত্বের চাপে পড়ে আপনি আপনার দুইটা সেক্টর ঠিক করে ফেললেন দেশি ভোক্তারা কি মানুষ না এবং আমরা কি এই রক্তের জুসই খাবো? তাহলে আমাদেরকে এখন আসলে কন্ট্রোল উচ্চতর করে তুলতে হবে এইটা বলার জন্য আমরা বিদেশী বায়ার থেকে কম অধিকার রাখি না। আমার ভোক্তা অধিকার বলে যে আমার উৎপাদন যেখানে হবে সেটা পরিশোধিত উৎপাদন হবে শ্রমিকরাও যথাযথ হবে যথাযথ পারিশ্রমিক পাবে এবং তাদের কাজ কর্মক্ষেত্র সুদ্রিও ভাবে পরিশোধিত হবে। আমি একটা শ্রমিকের রক্তের নিম কেন চুস অথবা সেমাই খাওয়ার জন্য আপ্লুত না কাঙ্খিত না আমার কাছে এবং আমি মনে করি এটা জাতিগতভাবে আমাদের প্রত্যাশা জায়গায় ও দায়বদ্ধতার জায়গাটুকুই মধ্যে আসো। আমি দুর্নীতি জায়গাটাকে এখানে প্রশ্রয় দিচ্ছি না। সমস্ত জাতি যখন দুর্নীতি দুর্নীতি ঘায়ে জড়িত তখন হঠাৎ করে দুর্নীতি মুক্ত হবে এটা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু দায়বদ্ধতা থাকলে এর মধ্যে আপনি পরিশোধিত করনের ভালো ভালো উদাহরণ দিয়েছ আমি এখন আপাতত সেখানে প্রকাশ করতে চাই। আমার এই দায়বদ্ধতা নিশ্চিত এর জন্যই আমি বলছি কম্প্লাইজ করবো বিষয়টা করেন অন্তত ক্ষমতা দেন লোকাল জনপ্রতিনিধি দেন যারা ইলেকট্রেট কাউন্সিলর অথবা আমাদের মেয়র তারা এই সকল সংস্থাকে নিয়ে ফার্মগেটে গিয়ে একটা ইনস্ট্রাকশন করবে এবং বাতিল করার অধিকার রাখবে। আইন কিন্তু এতই প্রকপ যে যে কোন আইনে উনি এই কাজটা করতে পারেন। কখনো না কখনো আপনাকে বন্ধ করে দিতে হবে বন্ধ করার সংস্কৃতি চালু করতে হবে। কেউ যেন এটা না মনে করে আমার রক্তে নিম্ন শিল্প। আমার ফোমিং এপ্লাইমেন্ট শিল্প এই কথা বলে আপনি আমার শ্রমিকের হত্যাকারী হতে পারবেন না। তো আমরা এই জায়গায় ঘুরে দাঁড়াতে চাই আমার বিশ্বাস যে কোন একটা জায়গায় সরকারের রাজনৈতিক দৃঢ়তা যদি এখানে পরিষ্কারভাবে এঙ্গেজড হয় এবং আমার সরকার বলে আমাকে সময় পেলে দেখবেন আস্তে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে প্রধানমন্ত্রী দিকে ডিরেকশন করলাম মনে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী না বলে আমরা কেউ কিছু করবো না। আমার চাকরি বেতন কেন আমি নেই কি কারণে আমি আমার বেতন নেই এ তো প্রধানমন্ত্রী আমাকে সব বলে দিবে আমার দায়িত্ব আমার ফাইন রয়েছে আমার প্রবিধান রয়েছে সেই অনুযায়ী সেগুলি পালন না করলে আমার চাকরি ছেড়ে দেওয়া উচিত। এই চেতনাটাকে অন্তত জাগ্রত করা প্রয়োজন। এবং আমি সেই কারণে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং যুক্ত করাকে গভীরভাবে প্রত্যাশা করি এবং এই প্রত্যয়ের মধ্যে দিয়েই। আমি মনে করি আর একটা লাশ না দেখার প্রত্যুষ বা সকাল দেখার অপেক্ষায় থাকলাম।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার রাশেদুল ইসলাম আমরা জানি যে যথারীতি তদন্ত কমিটি হবে অনেক আলোচনা হবে কিন্তু এই অবহেলাজনিত যে মৃত্যু সেটি কমবে কিনা? শেষ প্রশ্ন আপনাদের দুজনের কাছেই মিস্টার রাশেদুল ইসলাম প্রথমে বলুন।

মোঃ রাশেদুল ইসলামঃ না নেকলেজেন্সি ফেলার তো ক্লান এতে কোন সন্দেহ নাই। যে এবং আইনের প্রয়োগ আইনের চেয়ে বাস্তবায়ন আইন এর চেয়ে পরিচর্যা সেটা তো এই ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই এটা হচ্ছে প্রথম কাজ প্রথম করণীয় হচ্ছে এটি। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে এটা সাথে যে এত এসোসিয়েটেড বিষয়গুলো আছে সেই এসোসিয়েটেড ইনস্টিটিউটগুলো আমি এর আগেও বলেছি তাদের ইনস্টিটিউক্যাল ক্যাপাসিটি বিল্ড আপ করতে হবে। সেটা ফায়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে রাজুক এবং কলকারখানা অধিদপ্তর বা কলকারখানা পরিদর্শন যে দপ্তরটি আছে, আর যদি তার উপরেও বিকল্প নেই তাদেরকে একাউন্টেবেল হতে হবে শাস্তির আওতায় আসতে হবে। যদি তাদের কোথাও কোন নেকলেজেন্সি পাওয়া যায়। হ্যাঁ দুর্নীতির বিষয়ে কথা এসেছে এটি সামগ্রিকভাবে এটি আমাদের একটি সামাজিক রোগ হিসেবে এসেছে এই জায়গা থেকে আমাদেরকে বের হয়ে আসতে হবে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমাদের যে ন্যাশনাল আইন গুলো আছে বিশেষ করে ন্যাশনাল বিল্ডিং পোর্ট এবং ফায়ার সেফটি যে সকল প্রডিউশনগুলো সেটা শ্রম আইনে হোক এবং সেটা ফায়ার ডিপার্টমেন্টের আইনে হোক সে আইনটা বাস্তবায়নটা খুবই জরুরী। জাতীয় টাস্কফোর্স গঠনে কত কি এসেছে? সেটা আমি সমর্থন করছি ইকবাল হাবিব ভাই যেটি বলছিলেন টার্গেট আয়যেসনের দিকে যেতে হবে আমাদের সিকিউরিটি ফার্ম গুলোর মতো অনেকগুলো প্রাইভেট সেপটি ফার্ম থার্ড পার্টি ইংগেজমেন্ট করা যেতে পারে। তাতে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট এর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অরগানাইজেশন গুলো আসলে কাজ করতে সক্ষম হবে আরেকটা হচ্ছে যে সেফটি কালচারে যে ডেভলপমেন্টটা দরকার আমরা জাতিগতভাবে এই সংস্কৃতির মধ্যে ঢুকতে চাই এবং শেষ ওটা করতে চাই আমি থেকে বা আমার পরিবার থেকে। আমি থেকে পরিবার পরিবার থেকে সমাজ সমাজ থেকে রাষ্ট্র। সেপটিক কালচার অর্থাৎ আমার নিরাপত্তার যে সংস্কৃতি সে জিনিসটাকে আমাদের অনুসরণ করতে হবে। এবং এভাবে যদি আমরা এই কালচারটাকে অ্যাডোবট করে ফেলতে পারি তাহলে দেখবেন যে কাঙ্খিত উন্নয়ন হয়তো সম্ভব।

জিল্লুর রহমানঃ মিস্টার ইকবাল হাবিব।

মোঃ রাশেদুল ইসলামঃ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি রাজনৈতিক প্রত্যয় এখানে যুক্ত করতে হবে আমরা যখনই সেই ধরনের প্রত্যয় দেখেছি তখনই ঘুরে দাঁড়িয়েছি আর ঘুরে দাঁড়াতে হবে এই জন্য বলছি যে সত্যিকার অর্থে আমরা টেকসই উন্নয়নের জন্য কমিট করেছি আমরা সত্যিকার অর্থে অন্তত আমাদের টেকসই উন্নয়নের দু-দুটো সেক্টরে আমাদের এক্সাম পিরিয়ডেই উদাহরণ আমরা সামনের রাখতে পেরেছি। আমাদের প্রয়োজন শুধু মূল্যায়ন করা। আমাদের এই শ্রমিকের রক্ত আমরা বৃথা যেতে দেবো কিনা? আমাদের মূল্যায়ন করা দরকার শিল্পায়নের দ্রুত যে অগ্রগতি সরকার চাচ্ছে অজস্র শিল্প অঞ্চল তৈরি করছে এরজন্যে শিল্পের যে মূল বুনিয়াত অর্থাৎ শ্রমিকদের শ্রমিক বন্ধব পরিবেশ সৃষ্টি না করলে আমরা দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে পারব না। মানে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে যে বিনিয়োগ আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে করেছি তার শক্তিশালীকরণের জন্যেও এই জায়গার একটা পরিচালিত করার দরকার। আমরা কিন্তু এই রানা প্লাজা ঘটনার আগে আমাদের পরিচালিত করার আগে প্রতি ১, ২ মাস পর পরই আগুনের ঘটনা এই শিকর কারেকশনের আগলে রাখার ঘটনা এই সেক্টরে অজস্র দেখেছি। কিন্তু অসহায় হয়ে ছিলাম মনে করছে না এর থেকে বোধ হয় পরিত্রান নয়। পরিত্রাণ যখন হয়েছে এখানেও হবে। তবে আমি এটা পরিষ্কার করে বলছি দায়বদ্ধ সংস্কৃতি করার জন্য যে সমস্ত সংস্থা ব্যর্থ হয় তার এক্সামটরি উদাহরণ হচ্ছে যতক্ষণ সৃষ্টি করা না যাবে আমাদের ঘুরে দাঁড়ানো শুরু হবে না। ঘুরে দাঁড়ানোর শুরু হওয়ার যে প্রত্যয় এর কথায় রাশেদুল ইসলাম বললেন আমি থেকে সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার রাস্ট্র আইন প্রণয়ন করে তা কার্যকর করার জন্য এবং সেটা করতে হলে অবশ্যই দুষ্টের দমন সৃষ্টির লালন এটি তাজ্য ক্ষেত্রে প্রমাণ করে দেখাতে হবে। আমি আবারও এরকম মৃত্যুর এরকমের আলোচনা পরবর্তী যেন না করতে হয় সেজন্য ক্ষতি বিধান যেন আগেই করা হয় প্রিভেনশন ইজ দ্যা বেস্ট মেজর নট পিওরেটেড এবং সে কারণেই আমি মনে করি আজকের আলোচনায় যে প্রস্তাবগুলো আসলো এটা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দরা ভাববেন এবং আমাদের নতুন আইন করার ভুলভুলাইয়ার মধ্যে প্রয়োজন নেই যা রয়েছে তার

শক্তিশালীকর কার্যক্রম এবং তার এঙ্গেজমেন্ট এমফরসমেন্ট এটা আমরা দেখতে চাই এবং এই দেখার মধ্য দিয়েই একটা নতুন সু প্রভাবের সূচনা হোক এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

জিল্লুর রহমানঃ থ্যাঙ্ক ইউ অনেক অনেক ধন্যবাদ মিস্টার রাশেদুল ইসলাম এবং মিস্টার ইকবাল হাবিব আমাদের সঙ্গে আজকের এই আলোচনায় যোগ দেওয়ার জন্যে। দর্শক নারায়ণগঞ্জের কারখানায় আগুনের পর শ্রমিকের কর্মপরিবেশ নিরাপদ করতে দেশের সব কারখানায় জরুরী তদারক করা প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা আইএলও শনিবার অর্থাৎ গতকাল এক বিবৃতিতে এই কথা জানিয়েছে। আইএলও বলছে যে হাজার হাজার শ্রমিক দিনের বেশিরভাগ সময় কারখানায় কাটান সেই কারখানা বিল্ডিং কোড মেনে নির্মিত হয়েছে কিনা কিংবা পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়মকানুন মানা হচ্ছে কিনা? তা সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও কারখানা মালিকদের খতিয়ে দেখা দরকার। নানা রকমের প্রস্তাবনা নানা রকমের আলোচনা আমার দুই অতিথি করলেন এবং যে কাঠামো আছে আইনি কাঠামো তার মধ্যেই সমাধান ওনারা মনে করেন সম্ভব। কিন্তু সেখানে পলিটিকাল উইলটা রাজনৈতিক সদিচ্ছাটা খুবই জরুরী এবং রক্তের এই জুস আর আমরা কেউই পান করতে চাইনা দেখতেও চাইনা। এবং সে কারণে উনারা বলছেন যে, যাদের লাশের উপর দাঁড়িয়ে আমরা প্রভৃতির ডুগডুগিটা বাজাই তাদের বিস্ফোরণ কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সামলানো যাবে না। কাজেই সময় আছে যত দ্রুত সম্ভব সজাগ এবং সতর্ক হওয়া। দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।